দৈনিক ইত্তেফাক

016

30 DEC 1987
তারিখ 30 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ৭

শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা দুর্নীতির অভিযোগ

30 DEC 1987

দেশের বিভিন্ন উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও জটিলতার খবর পাওয়া গিয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষক সংক্রান্ত শর্তাবলী লঙ্ঘন ও উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উঠিয়াছে। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষীয় মহল দুর্নীতির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং একজন কর্মকর্তা এই ধরনের অভিযোগ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইত্তেফাকের নাটোর সংবাদদাতা জানান: নাটোর সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

জটিলতার অভিযোগ

(১ম পৃঃ পর)

১৮ জন সহকারী ও তিনজন প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের জন্য শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। উপজেলা শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটির একজন সদস্য অভিযোগ করেন যে, পরীক্ষার উত্তরপত্রে মেধা অনুসারে নম্বর দেওয়া হয় নাই। একজন নিয়োগ প্রার্থীর নিকট হইতে ঘুষ নেওয়া হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন। কোন কোন মহলের চাপে অযোগ্য প্রার্থীকেও নিয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। ইহাছাড়া, নিয়োগ করা হইয়াছে এমন ২১জন শিক্ষকের ১২ জনেরই প্রশিক্ষণ নাই—যদিও প্রার্থীদের অনেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল বলিয়া জানা যায়।

কুষ্টিয়া সংবাদদাতা জানান: কুষ্টিয়া সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৩০টি সহকারী শিক্ষকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে যেসব শর্ত উল্লেখ করা হইয়াছিল প্রকৃত নিয়োগের বেলায় উহা লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া প্রার্থীরা অভিযোগ করিয়াছেন। শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক, কারচুপি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিমূলক বলিয়াও অভিযোগে প্রকাশ। এইসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তপূর্বক উক্ত নিয়োগ বাতিল ও পুনঃ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট ইতিমধ্যে একটি দাবী পেশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা জানান: কালিগঞ্জ উপজেলায় ৩০ জন প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য গত ৮ই অক্টোবর মহিলা-পুরুষ মিলাইয়া ২২৮ জন প্রার্থীর নির্বাচিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে পরীক্ষার প্রশ্ন পূর্বেই ফাঁস হইয়া যায় ও চাকুরী দেওয়ার আশ্বাসে একেক জন প্রার্থীর নিকট হইতে ২৫/৩০ হাজার টাকা নেওয়া হইয়াছে—এই রটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ প্রার্থীরা প্রশ্নপত্র বাতিল ও ছাপা প্রশ্নের দাবীতে হল ত্যাগ করে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনমনীয়তার মুখে ঐ দিন বেলা একটার দিকে পুরুষ প্রার্থীরা আগের প্রশ্নেই পরীক্ষা দেয়। পরে অভিযোগ উঠে, লিখিত পরীক্ষায় যাহারা বেশী নম্বর পাইয়াছে, তাহাদের চাকুরী হয় নাই। সর্বোচ্চ ৩০ বছরের শর্ত থাকিলেও পাঁচজনের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহা লঙ্ঘন করা হইয়াছে। ইহাছাড়া আরও অনিয়ম করিয়া নিয়োগ দানের অভিযোগ করা হইলে আগষ্টের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষা বিভাগের দুইজন কর্মকর্তা তদন্তে আসেন। তবে তাঁহাদের তদন্তের ফলাফল জানা যায় নাই। কালিগঞ্জে এক প্রকাশ্য জনসভাতেও ঐ শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ করা হইয়াছে।

চৌমুহনী সংবাদদাতা জানানঃ স্থানীয় এমপি ও বেগমগঞ্জ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপের জন্য প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানীয় এমপি মোস্তাফিজুর রহমান জানানঃ শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যাপক কারচুপির প্রমাণ পাওয়ার পর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চাপ দিলে নিয়োগকারীদের মধ্যে অন্তর্কলহ দেখা দেয়। এদিকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান: চারজন প্রধান ও ৩২ জন সহকারী শিক্ষকের জন্য গত ২২শে সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐদিন রাত্র প্রায় ১২টার সময় পরীক্ষার ফল টাংগাইয়া দেওয়া হয় এবং যাহারা ২৫-এর অধিক নম্বর পাইয়াছে, তাহাদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই সঙ্গে আরও ৩০ জন সরকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ ৩টই অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়। তিনি বলেন, ২২ ও ২৩শে অক্টোবরের পরীক্ষায় এমপি সাহেবের উপস্থিত থাকার কথা থাকিলেও তিনি আসেন নাই। যাহাহউক, এই অবস্থায় ঐ চারজন প্রধান শিক্ষক ও ৬২ জন সহকারী শিক্ষকের নিয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।

রাঙ্গুনিয়ার সংবাদদাতা জানান, এই উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ১ জন প্রধান শিক্ষক ও ১৩ জন সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইতিপূর্বে দুইবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলেও উপজেলা চেয়ারম্যান ও এলাকার সংসদ সদস্যের পরস্পর বিরোধী হস্তক্ষেপে দুইটি সিদ্ধান্তই বাতিল হইয়া গিয়াছে। এদিকে ঐ ১৪ জন শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য থাকায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান ব্যাহত হইতেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা দান ব্যাহত হইতেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, দ্বৈত শাসনের কবলে পড়িয়া শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকর পথ অবলম্বন করা সম্ভব হইতেছে না।

বগুড়ার তিনটি কলেজে শিক্ষা সঙ্কট

বগুড়া হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, বগুড়ার তিনটি কলেজে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী নিবাস প্রায় ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা গুরুতর বিঘ্নিত হইয়াছে। সরকারী আজিজুল হক কলেজ, সরকারী শাহ সুলতান কলেজ ও সরকারী মুজিবর রহমান মহিলা কলেজে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মোট ৬০টি পদ শূন্য।

সরকারী আজিজুল হক কলেজের মিলনায়তন নির্মাণ দীর্ঘদিনেও সমাপ্ত হয় নাই। ছাত্রাবাসে ৬০ জনের বেশী থাকার ব্যবস্থা নাই। সরকারী মুজিবর রহমান মহিলা কলেজের ছাত্রী নিবাসটিকে অদ্যাবধি সরকারীকরণ করা হয় নাই। মহিলা কলেজটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল। এই অবস্থায় কলেজ তিনটির সমস্যাবলী নিরসন করিয়া শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি কর্তৃপক্ষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিবেন বলিয়া বগুড়াবাসী আশা করেন।